আসুন পড়ুন

নিবেদন

'আসুন পড়ুন' বয়স্ক নিরক্ষরদের শিক্ষার প্রথম সোপান হিসাবে লেখা হয়েছে। বয়স্কদের মানসিক গঠন, তাঁদের গ্রহণক্ষমতা শিশুদের থেকে পৃথক, যে ভাবে শিশুদের শিক্ষা দেওয়া হয় তাঁদের সে ভাবে শিক্ষা দিতে গেলে ফল আশানুরূপ হয় না, এ বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা একমত। বয়স্ক নিরক্ষরদের সহজে, কম সময়ে ও তাঁদের মানসিকগঠনের দিকে নজর রেখে শিক্ষা দিতে হবে। এ দিক থেকে ডাঃ লবাকের চিত্র-শব্দ-অক্ষরের যোগ পদ্ধতি বিশেষ ভাবে কার্যকরী। তবে আমরা এই পদ্ধতিকে অন্ধভাবে অনুকরণ করিনি; আবশ্যক মত সংশোধন ও পরিবর্তন করে নিয়েছি। যেখানে চিত্র সহজভাবে আসছেনা তা বর্জন করেছি।

এই পদ্ধতি হল eclectic বা মিশ্র। এতে analysis (বিশ্লেষণ) ও synthesis (সংশ্লেষণ) দুইই আছে। অনুশীলন পাঠে নানারকম শব্দ ও বাক্য রচনা করে যাতে করে অক্ষর পরিচয়ের বনিয়াদ পাকা হয় তার দিকে নজর রাখা হয়েছে।

এই পদ্ধতির একটি বিশিষ্ট রূপ ও ধারা আছে। বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ কর্তৃক অনুষ্ঠিত বয়স্ক শিক্ষার Course-এ এই পদ্ধতির উপযুক্ত প্রয়োগ ও বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রকে সার্থকভাবে পরিচালনা করার শিক্ষা দেওয়া হয়। এ বিষয়ে যাঁরা জানতে ইচ্ছুক তাঁরা নিম্নোক্ত ঠিকানায় খোজ করুন।

'আসুন পড়ুন'-এর উপর ভিত্তি করে পরবর্তী সোপান হিসাবে 'আনন্দর সংসার' বইগুলি লেখা হয়েছে। বয়স্কদের কার্যকারী হিসাবে শিক্ষিত করতে গেলে এই বইগুলি এবং অন্য নব-শিক্ষিতদের জন্য লেখা বই অপরিহার্য। শুধু অক্ষরজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ কোন মূল্য নাই।

আমাদের প্রকাশিত বয়স্ক শিক্ষার শিক্ষক সহায়ক 'আসুন শেখান' এর নতুন সংস্করণ শীঘ্রই বার হবে।

১/৬, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯ ফোন: ৩৫-৩১৫৯

সত্যেন মৈত্র
বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ

সংশোধিত ও পরিবর্তিত সপ্তম সংস্করণ—মে, ১৯৭৩

মূল্য—৮০ পয়সা

শ্রীসত্যেন মৈত্র, বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ, ১।৬ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯ কর্তৃক প্রকাশিত ও ইম্প্রেশন ৩৩ বি, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত

আসুন পড়ুন
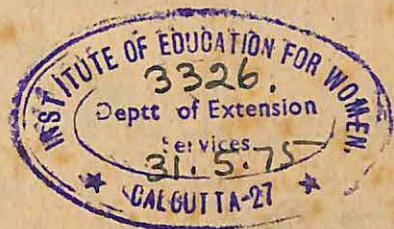
(বয়স্কদের প্রাইমার)

বেঙ্গল সোশ্যাল সার্ভিস লীগ

১/৬, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৯

	আ	আম আ া	আ আ অ অ
	ব	বাবা বা	বা বা ব ব
	স	সাপ সা	সা সা স স
	র	রস র	র র রা রা

অ ব স র

আ বা সা রা

চার্ট ১

আ	আব	আর	আসা
ব	বস	বর	বার
স	সব	সার	সরা
র	রস	রাস	রব
া	বাসা	সারা	বাবা

বাবার বাসা। সব বাবার। সারা বাসা।

আসা বসা। বাবার আসা বসা।

অ ব স র

অবসর

বাবার অবসর

এ ল লা পে

ত প তা তে

চার্ট ২
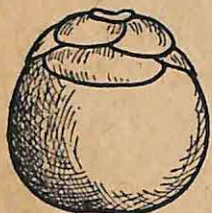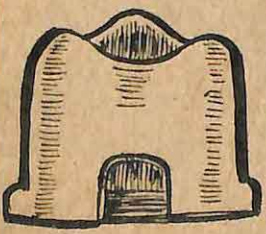
এ   এত   এল   এস   এসে

ত   তত   তার   তারা   তাল

ল   লতা   লাল   লালা

প   পলা   পালা   পাতা   পরে

এত তাল। এত পাতা। লতা আর পাতা। লতাপাতা।

লতা   পাতা
লতাপাতা
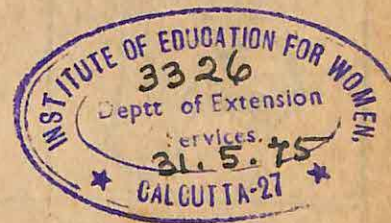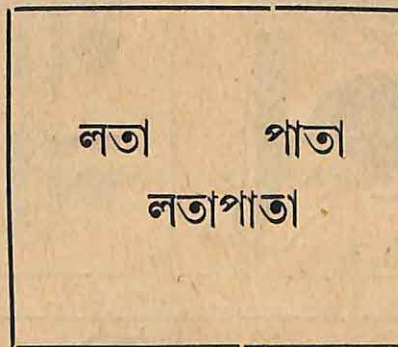
বাবা বলে পাতা সার। এত পাতা সার। তাল আর আতা। সব আতা। বর এসে বসে। পরে এসে বসে। বসতে বল। এস বস।

	ম	মালা মা	মা মা ম ম
	ক	কান কা	কা কা ক ক
	ন	নাক না	না না ন ন

নু
নূ

চার্ট ৩

ম	মত	মামা	মালা	মেপে
ক	কম	কমা	কলা	কালু
ন	নল	নত	নালা	নাক
উ	উনুন	উমা	উল	উবু

উমার নাম। কালু কামার। মালা আন। নাম করা। উনুন আনা। কানুর কুল।

মত	অমত
মতামত	

উমা কাল আসবে। লালু কাকা আসবেন। কাকারা সবাই আসবেন। সকালে সকলে এলেন। লালু কাকার আবার বাত। মা বলেন, লালু বস। পরে কাকা বলেন, রুমু বস। বসে বলা শুরু কর।

অনুশীলন—১

আম	আতা	আসা	আনা	
আল	আন	আর		
এত	এস	এল		
বেলা	বেরা	তেলা	মেলা	সেরা
সেবা	কেনা	নেতা		
উমা	বউ	তুলা	তবু	
কর	কল	কম		

অবসর	লতাপাতা	পারাপার	এলেবেলে
অতএব	কলরব	বারবার	কাতুকুতু

সেবা করা। কলা কেনা। এত বেলা। মা এল। তুলা কেনা।

পানু, এত বেলা কেন। এস এস। এরা আবার কারা।
এরা উমা, কমলা আর রাম। তা বস বস। বউমা বসতে বল।
পানু, এ আমার কমলের বউ। নাম লতা। আসলে বনলতা।

ই হ দি হি

দ জ জি মি

চার্ট ৪

ই	ইতি	ইলা	ইনি	ইমান
দ	দম	দাম	দর	দান
হ	হল	হাত	হার	হাল
জ	জল	জাল	জানা	জমি
ি	কিনি	তিনি	বিনা	মিলি

ইলা এস। দাদা আসবে। বসা হবে। জমি কেন। জলের জালা। জামার হাতা। জলা জমি।

কার জমি। কার জমি কেনা হবে। কেন জমি কেনা হবে। কে কিনবেন। বাবা কিনবেন। দাদা, ইলুদা কিনবেন। আর কে কিনবেন। কানু কাকা। কানু কাকা আজ আসবেন। কাল রবিবার। কাল সকালেই কেনা হবে। রবিবার সকালেই কেনা হবে। কত জমি। তিন একর।

ও	য	ছো	যা
ছ	য়	যো	য়া

ও	ওল	ওর	ওরা
ছ	ছই	ছাই	ছাল
য	যব	যারা	যোয়াল
য়	ছয়	ছায়া	ছাওয়া

ওরা কারা। ছাতা সারা। ছয় আনা। যত ছাতা। ছাই তোলা। কাজ দেওয়া। পয়সা পাওয়া।

জল হলে ওরা আসে। ওরা জল হলে আসে। ওদের কাজই ওই। ওদের কাজই জলের দিনে ছাতা সারা। ওরা ছাতা

সারায়। সারিয়ে পয়সা পায়। ছাতা সারালে পয়সা দেয়। কতই বা পায় ওরা। ওদের কাজ আমাদের কাজ দেয়। আমাদের পয়সা ওদের কাজ দেয়।

ঈ শ গী চী

গ চ শী শা

ঈ	ঈগল	ঈদ		
গ	গরু	গান	গাছ	গোবর
শ	শত	শোনা	শীত	শিব
চ	চরা	চলন	চাবি	চিনি

গোবর সার। পুকুরের শেওলা। শীত কাল। চিতল মাছ। কাজ শুরু। বেশী রাত। গরুর পাল। গান গাওয়া।

পানু, জমিতে গোবর সার দাও। সব জমিতে গোবর সার দাও। গোবর সারের বেশী দরকার। সবুজ সারও দাও। সবুজ সার কাজ দেয়। এ সারগুলো পাওয়া সোজা। এগুলো সহজে পাওয়া যায়। গোবর সার তোমার সার গাদায় আছে। সার গাদা থেকে গোবর সার নাও। সবুজ সার জমিতে কর। জমিতে গাছ পচাও। সেগুলোই সবুজ সার। সারগুলোকে কাজে লাগাও।
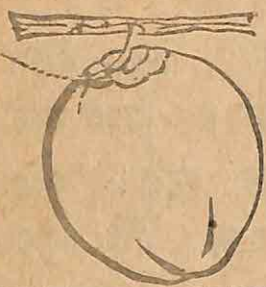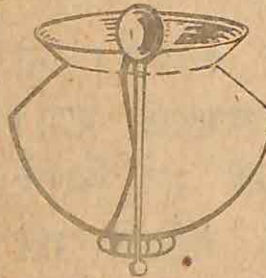
অনুশীলন—২

জমিগুলো আর আগের মত তেজী নেই। তেজ কমে গেছে। তাদের বাঁচতে হবে। না হলে চলবে কেন। তাই সার চাই। জমিতে সার দিতে হবে। সেচ দিতে হবে। সব সার কেনার পয়সা নেই। সার নিজেদের বানাতে হবে। কি করে করতে হয়, জানতে হবে।

সার গাদা চাই। সার গাদা পাকা করা দরকার। না হলেই মুসকিল। সার গাদায় গোবর, গোমুত জমাতে হবে। আশপাশের আগাছাগুলো ওতে পচাতে হবে। এই সব মিলেই সার হবে। এ সার বেশ কাজ দেয়। শীতকালই জমিতে সার চারিয়ে দিতে হবে। কয়েক মাস জমিতে এগুলো থাক। জমিতে মিশে যাবে। এবার চায দিলেই জমির জোর হবে। চেহারা বদলে যাবে।

সারগাদা চাই। পাকা সারগাদা। গোবর ও গোমুত।

ভ খ ডা ড়ে

ড় ভ ড়া ভী

চার্ট ৭

ড	ডাব	ডজন	ডবল	ডাকাত	ডিম	ডোবা
ড়	ধাড়ী	গাড়ী	বড়	মুড়ি	হাড়	
খ	খাল	খেলনা	খিল	খোলা	খেয়াল	খাড়া
ভ	ভার	ভীড়	ভাতা	ভিন	ভাত	

বাবার খেয়াল। বড় ডাকাত। খালের জল। আকবরের বাড়ীর। লোকের ভীড়।

দেশে লোক বেড়েছে অনেক। আরও বাড়বে। তাই ভাবা দরকার। যত লোক বাড়ে তত জমি বাড়ে না। তাই এত ভাবনা। জমি বাড়েনি। যা ছিল তাই আছে। এখন দরকার জমিতে বাড়তি ফসল তোলা। আজকাল নানা উপায়ও বেরিয়েছে। সেগুলোর খবর রাখতে হবে। কেমন করে এক জমিতে তিন ফসল হয়। কি কি সার দিতে হয়। কিভাবে বীজ লাগাতে হয়। নিড়ানি দিতে হয়। কোথায় লোন পাওয়া যায়।

থাবা
থা

থা থা
থ থ

টাকা

ঙ ঙ
ঙ ঙ

ঠোঁট
ঠোঁ

ঠো ঠো
ঠ ঠ

থ ঙ থো টো
ট ঙ ঠো ঙা

চার্ট ৮

থ	থালা থালা কথা থোকা
ঙ	ঠোঙা লাঙল সঙ
ট	টাকা টুকরি টোটা
ঠ	ঠাট মাঠ ঠোঙা ঠকা

কাঠের লাঙল। সুফলা লাঙল। বাঙলা দেশ। অনেক টাকা। কাগজের ঠোঙা। বাঘের থাবা। মাছের মাথা।

সেই পুরনো লাঙল বদলানো দরকার। পুরনো লাঙলে চাষীর খাটুনি বেশী হয়। তুলনায় কাজ কম হয়। নতুন লাঙল উঠেছে। নাম সুফলা লাঙল। এ লাঙলে কাজ বেশী হয়। তবে বাঙলা দেশে এ লাঙলের চল কম। ভারতের অনেক জায়গায় এ লাঙল কদর পেয়েছে। সরকারী বিভাগ থেকে পাওয়া যায়। বি. ডি. ও. অপিসেও পাওয়া যায়। প্রথমটার কিনতে কিছু বেশী পয়সা লাগে। তাও এমন কিছু বেশী না। একবার কিনলে বারবার সারাতে হয় না। অনেক খাটুনি কমে। কাজও ভাল হয়। তাই চাষীদের একথা ভাবা দরকার। এছাড়াও আছে আরও টুকিটাকি জিনিষ। সেগুলোর খবরও রাখা দরকার।

ঔ ধ ধৌ ঝা

ষ ঝ ষা ঝো

চার্ট ৯

ঔ	ঔষধ	মৌমাছি	ভোঁভোঁ
ষ	ষাঁড়	চাষ	ঝোপ
ধ	ধান	ধনুক	বোঝা
ঝ	ঝড়	ঝাড়ু	ঝাল

ধানের চাষ। ঝড়ের মতন। মৌমাছির চাক। তীর আর ধনুক। ঝড় এল। বোঝা বও।

এদেশে ধানের চাষ বেশী। ধান চাষেই চাষির খোরাক পোষাক। এদেশে ধান হত দুবার। আউশ আর আমন। এই ধান থেকে চাল করেই চাষীর চলে। আমরা সবাই এই চাল কিনি। এটাই আমাদের সেরা খাবার। আজকাল তিন চার বার ধান হতে পারছে। যে জমিতে সারা বছর জল থাকে, সে জমিতে তিনবার ধান হবেই। এ ধানগুলোর নাম তাইচুঙ, তাইনান, আই আর এইট, জয়া, পদ্দা। এগুলো একরে অনেক বেশী হয়। আমণ ধান একরে ৩০ থেকে ৪০ মণ হয়। এ ধানগুলো একরে ৭০ থেকে ৮০ মণ হয়। কাজেই ডবল লাভ এর থেকে হয়। চাষি তাই আর পিছিয়ে নেই। তারাও এগুলো চাষ শুরু করেছে।

অনুশীলন—৩

লেখা পড়া শেখা। নাম সই। হিসাব রাখা। যাহোক করে। দেশ বিদেশ। খবরের কাগজ। ছেলে-মেয়েদের। মানুষ করা। পিছিয়ে পরা। যুগের তাল।

আমাদের লেখাপড়া শিখতে হবে। শুধু নাম সই নয়। নাম সই ঠিক লেখাপড়া নয়। চাষবাসের বই পড়তে হবে। চিঠি লিখতে হবে। হিসাব রাখতে হবে। আর ঠকতে রাজি নই। কিছুতেই না। জানতে হবে কেমন করে বাঁচতে হয়। যাহোক করে নয়। বাঁচার মত করে। খবর রাখতে হবে দেশ বিদেশের। খবরের কাগজ পড়তে হবে। ছেলে-মেয়েদের মানুষ করতে হবে। সারাদিন খাটুনিতো আছেই। তার মাঝেও সময় করতে হবে। খেটেই বাঁচতে হবে। লেখাপড়াও শিখতে হবে। না হলেই পিছিয়ে পড়তে হবে। যুগের তালে তাল দিয়ে চলতে হবে।

ঋষি
ঋ
ঋ ঋ
কৃ কৃ
হরিণ
ণ
ণ ণ
ণী ণী
ফণা
ফ
ফ ফ
ফু ফু
ফড়িং
ং
ং ং
সং সং
ঋ ফ ণী সং
ণ ং ড়ং কো
চার্ট ১০
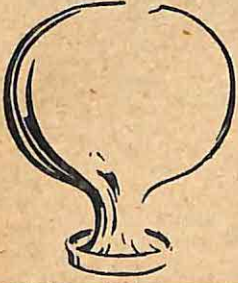
ঋ	ঋষি ঋণ ঋতু কৃষক
ণ	হরিণ পূরণ হরণ
ফ	ফণা ফসল ফুল ফাঁসি
ং	ফড়িং শিং হিংসা রং

শহীদের ফাঁসি। শীতের ফসল। গোলাপ ফুল। গরুর শিং গংগা ফড়িং। ছয় ঋতু। ঋণ কোর না।

সেটা ছিল ইংরেজের আমল। ইংরেজ আমাদের রাজা ছিল। আমরা দুশ বছর পরাধীন ছিলাম। শেকল ছেঁড়ার কাজে কত মানুষের ফাঁসি হয়েছে। আজ আমরা পরাধীন নই। কিন্তু যে মানুষগুলো আজ নেই, তাদের আমরা যেন না ভুলি। যাঁরা দেশের কাজে ফাঁসিতে গেছেন, মারা গেছেন, তাঁদের আমরা শহীদ বলি। আজ তাঁরা নেই। কিন্তু যে দেশ তাঁরা গড়তে চেয়েছিলেন তা গড়ার দায় আমাদের। এ দায় আমাদের নিতেই হবে। সবরকমের পরাধীনতার শেষ করতে হবে। আমরা কেউ কারুর দাস নই। আমরা সকলে সকলের আপন। শহীদদের এ আশা পূরণ করতেই হবে।

ঐ ঘ তাঁ তৈ
ঞ ঞা দৈ

চার্ট ১১

ঐ	ঐ দৈ মৈ
ঞ	মিঞা
ঘ	ঘড়া ঘাম ঘুম ঘোড়া
ঁ	চাঁদ তাঁর বাঁশ

বাঁশের বনে হাওয়া লাগে। গায়ে ঘাম ঝড়ছে। মিঞা সাহেব চলেছেন। ঘড়া ভরা মোহর। ঐ কারা আসছে।

মিঞা সাহেব বাজারে চলেছেন। মিঞা সাহেব এ গাঁয়ের নামি লোক। গাঁয়ের নাম মধুবন। গাঁ থেকে বাজার মাইল তিনেক পথ। সবাই হেঁটেই বাজারে যায়। আসপাশের গাঁয়ে সবাই তাই করে। যারা ফসল বেচতে যায়, তারা যায় গাড়ী নিয়ে। কারুর মোষের গাড়ী, কারুর গরুর। মিঞা সাহেবের গাড়ীও অনেক, গরুও অনেক। তবুও মিঞা সাহেব হেঁটেই বাজারে যান। এটা সেকালের চলন। বাঁশবনের পাশ দিয়ে মাটির পথ। মিঞা সাহেব হেঁটে চলেছেন। পথে কালুর সাথে দেখা। ও গাঁয়ের চাষী।

মিঞা সাহেবকে মানে। বলে, কি মিঞা আর হাঁটাহাঁটি কেন? বয়সতো কম হ'ল না। তা কত হ'ল? মিঞা সাহেব জবাব দেন, তা তিনকুড়ি দশ পনের হবে। কি জানো কালু ভাই, যে ক'টা দিন পা আছে হেঁটে নিই। একবার পা থামালে আর হাঁটতে পারব না।

	ঢ	ঢাক ঢা	ঢা ঢা ঢ ঢ
গাঢ়	ঢ়	ঢ়ো	ঢ় ঢ় ঢ়ো ঢ়ো
দুঃখ	উঃ	অধঃ	আঃ

	ঊষা ঊ ূ	ঊ ঊ ূ ূ	ঊ ঊ কূ কূ

ঢ ঃ উঃ ঢ়ো

ঢ় ঊ সূ ঢ়া

চার্ট ১২

ঊ	ঊষা	ঊনিশ		
ঢ	ঢাক	ঢাকা	ঢাকনি	
ঢ়	আষাঢ়	গাঢ়		
ঃ	উঃ	আঃ	বাঃ	দুঃখ

রাত আর দিনের মাঝে ঊষা। আঁধারে ঢাকা। আষাঢ় মাস। গাঢ় লাল। বাঃ চমৎকার।

এটা আষাঢ় মাস। আষাঢ় মাস বরষার মাস। এ মাসে বরষা নামে। আগের দুমাস গরম। দারুণ গরম। এই গরমের পর নামে বরষা। যেমন দুঃখের পর সুখ। রাতের পর দিন। তেমনি গরমের তাপের পর বরষা। বরষা আমাদের ভরসা। এমাসটা কাজের মাস। চাষীদের এক মিনিট বসে থাকলে চলে না। বীজ তোলা। কাদা করা। জল ছেঁচা। আল বাঁধা। ধান রোয়া। কত কাজ ওদের। সারা বছরের খোরাক পোষাকের আয়োজনের শুরু। চারিদিকে মেঘ। সারা দিন জল। তবুও কাজের বিরাম নেই।

সেই ভোর হতেই মাঠে বেরোনো। রাত না হলে কাজের শেষ নেই। কি হাড়ভাঁঙা খাটুনি। তাই আষাঢ় হল কাজের মাস। শহরের লোকদের কিন্তু ভারী বিপদ। কোনদিন চটি কাঁধে বাড়ী ফেরা। কোনদিন বা বেরোবার সময়ই কাপড় হাঁটুর ওপর। আর নোংরা জল বরষার জল মিশে একাকার। শহরের লোকের কজের ভারি অসুবিধা। যাদের অবসর আছে তাদেরই ভারী ভাল লাগে। এ আষাঢ়। আকাশ জোড়া মেঘ। শন্‌শন্‌ বাতাস। বিজলির চমক। সব মিলিয়ে ভারী ভাল লাগে। যাদের সময় আছে তারা মন ভরে সারাদিন ধরে উপভোগ করে। যাদের কাজ আছে তারা পারে না। তারা তা করলে, আমাদের সবাইকেই না খেয়ে থাকতে হয়।

পন্‌চায়েত

গাঁয়ের পাঁচজনকে নিয়ে যে সভা তারই নাম পন্‌চায়েত। এই পাঁচজনই গাঁয়ের মাথা। আগের দিনে কেউ দোষ করলে, এই পন্‌চায়েতই তার বিচার করত। সাজা দিত। দোষীকে জরিমানা করত। জরিমানার টাকা এরাই আদায় করত। টাকাটা গাঁয়ের নানা কাজে লাগত। পথ তৈরী। কারুর রোগে ওষুধের খরচা,
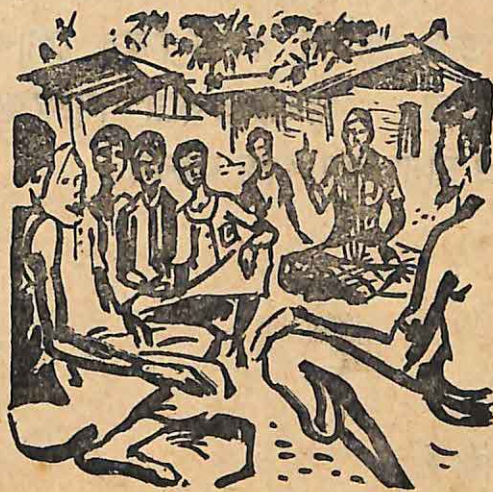
গাঁয়ের উৎসব। তাছাড়া পন্‌চায়েতই গাঁয়ের সবকিছু দেখা শোনা করত। চাষবাসের জল। ঝগড়া-বিবাদ মেটানো। গাঁয়ের লোকের দায়ে বিপদে পাশে দাঁড়ানো। এদের পাঁচজনের একজন থাকতেন নেতা। তাকে সভাপতি বা মোড়ল বলা হত। ইনিই সকলের মাথা।

ইংরেজ আমলে পন্‌চায়েত ভেঙে পড়ে। ইংরেজরা নিজে হাতে সব কিছু শাসন করত। পন্‌চায়েতের কাজ সরকারী লোকেরাই করত। গাঁয়ের লোকেদের সাথে যোগাযোগ রাখত না। ফলে,

গাঁয়ের চেহারা দিনের পর দিন খারাপ হতে থাকে। সে সরল ও ঘরোয়া পরিবেশ আর থাকে না। এই ছিল আমাদের দুশো বছরের ইতিহাস। এরপর ১৯৫৭ সালে পন্‌চায়েত আইন চালু হল। ভারত সরকার চালু করলেন। এখন আর আমরা পরাধীন নই। তাই আমরাই এখন ঠিক করি পন্‌চায়েত। আর ঠিক করি আমাদের হয়ে কে সেখানে কাজ করবে।

একথাটা বোঝা খুব সহজ। আমরা সকলেই শাসন কাজ চালাতে পারি না। তাই আমরা ভোট দিয়ে লোক ঠিক করি, যিনি আমাদের হয়ে কাজ করেন। আমাদের হয়ে পন্‌চায়েতে যান। শাসন কাজ চালান। আরও নানারকম কাজ করেন।

বলুন তো ঃ

১। পন্‌চায়েত কি ?

২। পন্‌চায়েতের মাথাকে কি বলে ?

৩। পন্‌চায়েতের কাজ কি ?

৪। পন্‌চায়েতের লোক কে ঠিক করেন ?

৫। কত সালে পন্‌চায়েত আইন পাশ হয় ?

৬। আগের দিনের জরিমানার টাকা কি কাজে লাগান হত ?

অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ
ঋ	এ	ঐ	ও	ঔ	

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	ব	শ
ষ	স	হ	ড়	ঢ়
য়	ৎ	ং	ঃ	ঁ

১ এক
২ দুই
৩ তিন
৪ চার
৫ পাঁচ
৬ ছয়
৭ সাত
৮ আট

৯ নয়
১০ দশ
১১ এগার
১২ বার
১৩ তের
১৪ চৌদ্দ
১৫ পনের
১৬ ষোল

ন্+দ=ন্দ নন্দ, মন্দ

ষ্+ট=ষ্ট (বৃষ্‌টি) বৃষ্টি, চেষ্টা

ণ্+ট=ণ্ট (ঘণ্‌টা) ঘণ্টা, বণ্টন

শ্+চ=শ্চ (পশ্‌চিম) পশ্চিম, নিশ্চয়

স্+ত=স্ত (রাস্‌তা) রাস্তা, মস্ত

ম্+প=ম্প (চম্‌পট) চম্পট, কম্প

ম্+ব=ম্ব (লম্‌বা) লম্বা, কম্বল

ম্+ম=ম্ম (সম্‌মান) সম্মান, সম্মত

ম্+ভ=ম্ভ (আরম্‌ভ) আরম্ভ, সম্ভব

ন্+ত=ন্ত (চিন্‌তা) চিন্তা, বসন্ত

স্+ক=স্ক (বয়স্‌ক) বয়স্ক, তস্কর

স্+ন=স্ন (স্‌নান) স্নান, স্নেহ

প্+ত=প্ত (সপ্‌তাহ) সপ্তাহ, তপ্ত

প্+ল=প্ল (বিপ্‌লব) বিপ্লব

স্+ব=স্ব (স্‌বীকার) স্বীকার, স্বামী, স্বভাব

ট্+ট=ট্ট (ঠাট্‌টা) ঠাট্টা, ছোট্ট

ন্+ম=ন্ম (জন্‌ম) জন্ম, তন্ময়

ত্=ৎ (চিকিত্‌সা) চিকিৎসা, সৎ

১৭ সতের
১৮ আঠার
১৯ উনিশ
২০ কুড়ি
২১ একুশ
২২ বাইশ
২৩ তেইশ
২৪ চব্বিশ
২৫ পঁচিশ
২৬ ছাব্বিশ
২৭ সাতাশ
২৮ আটাশ
২৯ উনত্রিশ
৩০ ত্রিশ
৩১ একত্রিশ
৩২ বত্রিশ
৩৩ তেত্রিশ
৩৪ চৌত্রিশ
৩৫ পঁয়ত্রিশ
৩৬ ছত্রিশ

৩৭ সাঁইত্রিশ
৩৮ আটত্রিশ
৩৯ উনচল্লিশ
৪০ চল্লিশ
৪১ একচল্লিশ
৪২ বিয়াল্লিশ
৪৩ তেতাল্লিশ
৪৪ চুয়াল্লিশ
৪৫ পঁয়তাল্লিশ
৪৬ ছেচল্লিশ
৪৭ সাতচল্লিশ
৪৮ আটচল্লিশ
৪৯ উনপঞ্চাশ
৫০ পঞ্চাশ
৬০ ষাট
৭০ সত্তর
৮০ আশি
৯০ নব্বই
১০০ একশত
১০০০ এক হাজার

য ফলা = ্য সত্য, জন্য, ব্যবহার

র ফলা = (বি্গ্রহ) বিগ্রহ, প্রবল

রে ফ্ = (বর্ষা) বর্ষা, পূর্ব

ত্ + র = ত্র (পবিত্র) পবিত্র, একত্র

ক্ + র = ক্র (বিকরয়) বিক্রয়, চক্র

স্ + থ = স্থ (আস্থা) আস্থা, প্রস্থান

ন্ + থ = ন্থ (পান্থ) পান্থ, পন্থা

ন্ + ধ = ন্ধ (অন্ধ) অন্ধ, বন্ধু

গ্ + ধ = (দগ্ধ) দগ্ধ, মুগ্ধ

দ্ + ধ = দ্ধ (বুদ্ধি) বুদ্ধি, যুদ্ধ

ঙ্ + ক = ঙ্ক (অঙ্ক) অঙ্ক, লঙ্কা

ঙ্ + গ = ঙ্গ (সঙ্গে) সঙ্গে, বঙ্গ

ঞ্ + চ = ঞ্চ (উচ্চারণ 'ন্চ') চঞ্চল, পঞ্চাশ

ঞ্ + ছ = ঞ্ছ (উচ্চারণ 'ন্ছ') লাঞ্ছনা, বাঞ্ছা

ঞ্ + জ = ঞ্জ (উচ্চারণ 'নজ') মঞ্জুর, কঞ্জুস

হ্ + ্য = হ্য (উচ্চারণ 'জ্ঝ') গ্রাহ্য, সহ্য

ক্ + ষ = ক্ষ (উচ্চারণ 'কখ') শিক্ষক, পক্ষ

জ + ঞ = জ্ঞ (উচ্চারণ 'গ্গঁ') আজ্ঞা, জ্ঞান

ত্ + ত = ত্ত (মত্ত) মত্ত, উত্তর

ক + ত = ক্ত (মুক্তি) মুক্তি, শক্তি

ষ্‌+ণ=ষ্ণ (তৃষ্‌ণা) তৃষ্ণা, কৃষ্ণ

হ্‌+ন=হ্ন (উচ্চারণ 'ন্‌হ') চিহ্ন, বহ্নি

হ্‌+ম=হ্ম (উচ্চারণ 'ম্‌হ') ব্রাহ্মণ, ব্রহ্ম

হ্‌+ণ=হ্ণ (উচ্চারণ 'ণ্‌হ') অপরাহ্ণে, পূর্বাহ্ণ

র+ু=রু (পুর ষ) পুরুষ, গুরু

র+ূ=রূ (র্‌ূপ) রূপ, রূঢ়, রূঢ়

ত্র +ু=ত্রু (ত্র ুটি) ত্রুটি, শত্রু

দ্র+ু=দ্রু (দ্রুত) দ্রুত

ক্র+ু=ক্রু ক্রুদ্ধ
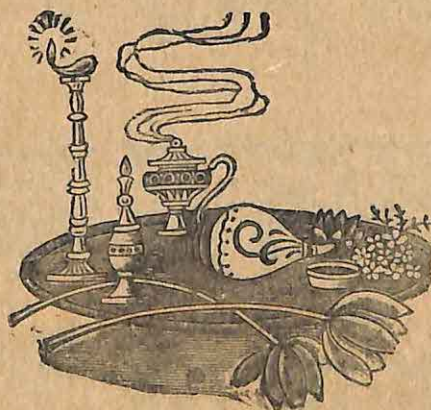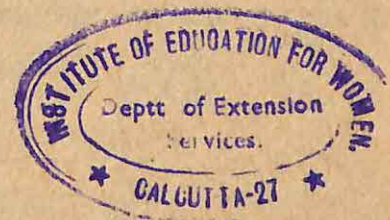
ক্র+ূ=ক্রূ ক্রূর

বয়স্ক-শিক্ষা সিরিজের পুস্তকাবলী ও চার্ট

আসুন পড়ুন চার্ট (ছয়টি চার্ট ও ছয়টি লেখার অনুশীলন)	৬·০০ টাঃ
আসুন পড়ুন (প্রাইমার) (সপ্তম সংস্করণ)	০·৮০ পঃ
আসুন শেখান (শিক্ষক সহায়ক)	০·৭৫ পঃ
আনন্দর সংসার—১ম পুস্তক (পঞ্চম সংস্করণ)	০·৫০ পঃ
আনন্দর সংসার—২য় পুস্তক (পঞ্চম সংস্করণ)	০·৬০ পঃ
মুরগী পালন শ্রীসীমন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (অনুবাদক)	১·০০ টাঃ
আমাদের দেহ—শ্রীতান্তু দে	০·৮০ পঃ
জন শিক্ষা প্রকাশন	৪·০০ টাঃ
সুখী সমাজ—বিজ্ঞান ভিক্ষু	০·৫০ পঃ
বর্ণ পরিচয় থেকে মহাকাশ জয়	০·২০ পঃ
ভারত আমার দেশ	১·২৫ পঃ
আমরাই সরকার	১·২৫ পঃ
ভারতের সংবিধান	২·০০ টাঃ
সমাজ শিক্ষার লেখা	১·০০ টাঃ
পুতুল নাচ	২·০০ টাঃ
মেয়েদের লেখা পড়া (প্রথম ভাগ)	১·২৫ পঃ
মেয়েদের লেখা পড়া (দ্বিতীয় ভাগ)	০·৭৫ পঃ
মেয়েদের লেখা পড়ার চার্ট (আটটি চার্ট ও পাঠ)	৩·০০ টাঃ
ঘরনী—কলাবতী মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়	১·০০ টাঃ
হাতের কাজ শিখে আয় করুন ঐ	১·৭৫ পঃ
আপনি সাজুন ঘর সাজান (কেঃ সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত)	১·২৫ পঃ
নগরবাসীর লেখাপড়া—সত্যেন মৈত্র	০·৮০ পঃ
নগরবাসীর লেখাপড়ার চার্ট (আটটি চার্ট ও পাঠ)	৩·০০ টাঃ
বস্তির আত্ম-কাহিনী—বিজ্ঞান ভিক্ষু	০·৮০ পঃ
কি করে সুস্থ থাকবো ?—ডাঃ আনন্দ কিশোর মুন্সী	০·৯০ পঃ
কৃষক সাক্ষরতা (১ম ভাগ) শ্রীসীমন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	০·৯০ পঃ
কৃষক সাক্ষরতা (২য় ভাগ) ঐ	০·৭০ পঃ
কৃষক সাক্ষরতার চার্ট (আটটি চার্ট ও পাঠ)	৩·০০ টাঃ
"চলতি জগৎ" (স্বল্প ও সদ্য-সাক্ষরদের পাক্ষিক পত্রিকা) সডাক বার্ষিক	২·৫০ পঃ
ফ্লাশ কার্ড সেট (প্রতি সেট)	৫·০০ টাঃ

প্রাপ্তিস্থান

বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ

১/৬, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯ ফোন : ৩৫-৩১৫৯